ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন (জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭)

১৭ মে ২০১৮*

* পরিমার্জিত সংস্করণ (২০ মে ২০১৮)

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সংসদীয় গণতন্ত্র ও জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম সংসদ, যার মূল কাজ - প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র: সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ
- সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার
- বাংলাদেশ আইপিইউ - ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (১৯৭২ সাল) এবং সিপিএ - কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (১৯৭৩ সাল)-র সদস্য, অন্তর্ভুক্ত সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করবে
- বিশ্বব্যাপি প্রায় ২০০টি সংস্থা (পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন) কর্তৃক ৮০টিরও বেশী দেশে সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ; তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা (চলমান .. ..)

- সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (২০০১ সাল) থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণের সূচনা এবং গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত
- 'পার্লামেন্টওয়াচ' শীর্ষক ধারাবাহিক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সুপারিশের আলোকে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের (নবম সংসদে সংসদ সদস্য আচরণ বিধি বিল পাসের প্রস্তাব, সবচেয়ে বেশী উপস্থিতির জন্য সদস্যদেরকে স্বীকৃতি প্রদান, সময় ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল টাইমার প্রচলন, কোরাম সংকট, সদস্যদের অনুপস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে অধিবেশনে সংসদ নেতা, সদস্য এবং স্পিকারের আলোচনা ইত্যাদি) সূচনা
- সংসদকে অধিকতর কার্যকর এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে চাহিদা অব্যাহত রাখতে এই গবেষণা কার্যক্রম চলমান
- এই প্রতিবেদনটি এই সিরিজের চতুর্দশতম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর চতুর্থ প্রতিবেদন

সার্বিক উদ্দেশ্য

সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ

গবেষণা পদ্ধতি

- মিশ্র পদ্ধতি (গুণবাচক ও পরিমাণবাচক)
- সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ *(পাঁচটি অধিবেশনের ৭৬ কার্যদিবস)*
- সংগৃহীত তথ্যের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
- ক্ষেত্রবিশেষে সংসদ টিভিতে অধিবেশন কার্যক্রমের বিষয়সমূহ *(অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারির পরিবেশ, সদস্যগণের আচরণ ইত্যাদি)* পর্যবেক্ষণ
- পরিমাণবাচক তথ্যসমূহ পরিসংখ্যান সফটওয়্যার - এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ

তথ্যের উৎস ও গবেষণার সময়

প্রত্যক্ষ তথ্য

- সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড

পরোক্ষ তথ্য

- সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন
- সরকারি গেজেট
- প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ
- সংবাদপত্র

গবেষণায় বিবেচনাধীন তথ্য সংগ্রহের সময়

জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭ (দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকসমূহ

প্রতিনিধিত্ব	▪ সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট ▪ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ▪ আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা
আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতিত)	▪ বিল উত্থাপন, আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব), মন্ত্রীর বক্তব্য
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা	▪ প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা ▪ অনির্ধারিত আলোচনা ▪ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম ▪ সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা
জেন্ডার প্রেক্ষিত	▪ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ▪ বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	▪ সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা ▪ সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার
সংসদীয় উন্মুক্ততা	▪ সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা

কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ৭৬; ব্যয়িত মোট সময় ২৬০ ঘন্টা ৮ মিনিট

গড় বৈঠককাল প্রতি কার্যদিবসে ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট (অষ্টম সংসদে ২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট; নবম সংসদে ৩ ঘন্টা ১৭ মিনিট)

মোট সময়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনায় ৫০.৩%; আইন প্রণয়নে ৯%, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠামূলক আলোচনায় ৩৩% ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে ৭.৬% ব্যয়িত

বিভিন্ন সংসদীয় কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার (১৪ - ১৮ তম অধিবেশন)

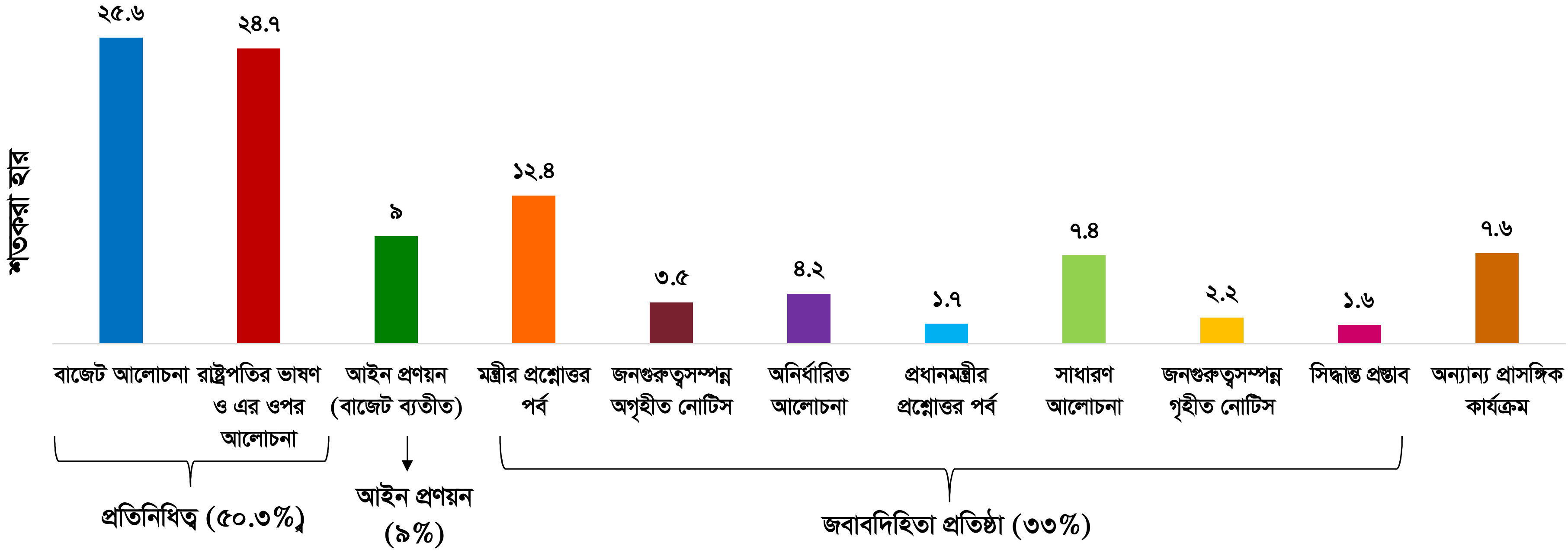

* অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্াক্রমের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রীদের বিবৃতি, স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট, শোক প্রস্তাব, স্পিকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বক্তব্য

প্রতিনিধিত্ব

অধিবেশনের কার্যদিবসে সদস্যদের উপস্থিতি (চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)

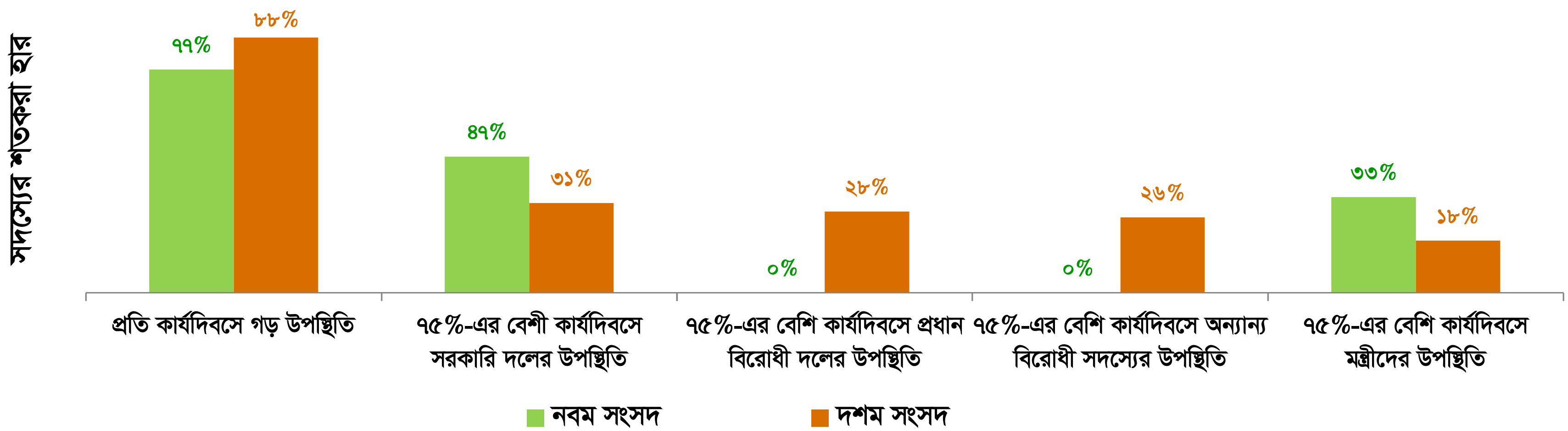

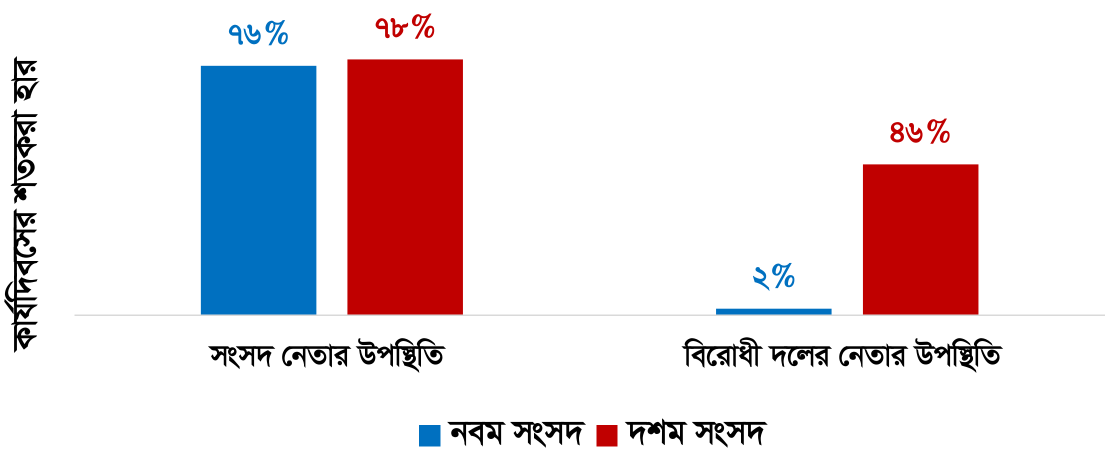

- সদস্যদের উপস্থিতি তুলনামূলক বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রীদের উপস্থিতি হ্রাস
- সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলেও, বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি সংসদ নেতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম

প্রতিনিধিত্ব

সংসদীয় আলোচনা পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণের হার
(চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)

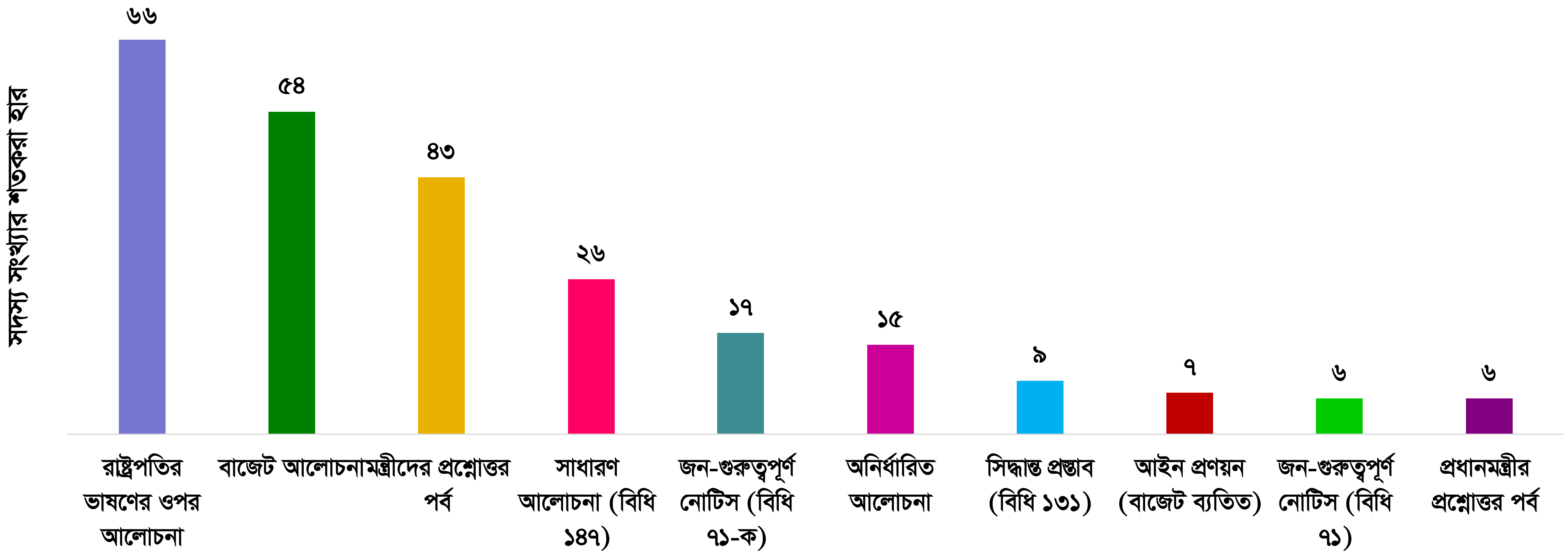

১০% (৩৬ জন) সদস্য কোনো আলোচনা পর্বে অংশ নেননি

প্রতিনিধিত্ব

সংসদীয় আলোচনা পর্বে সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণের হার

(চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)

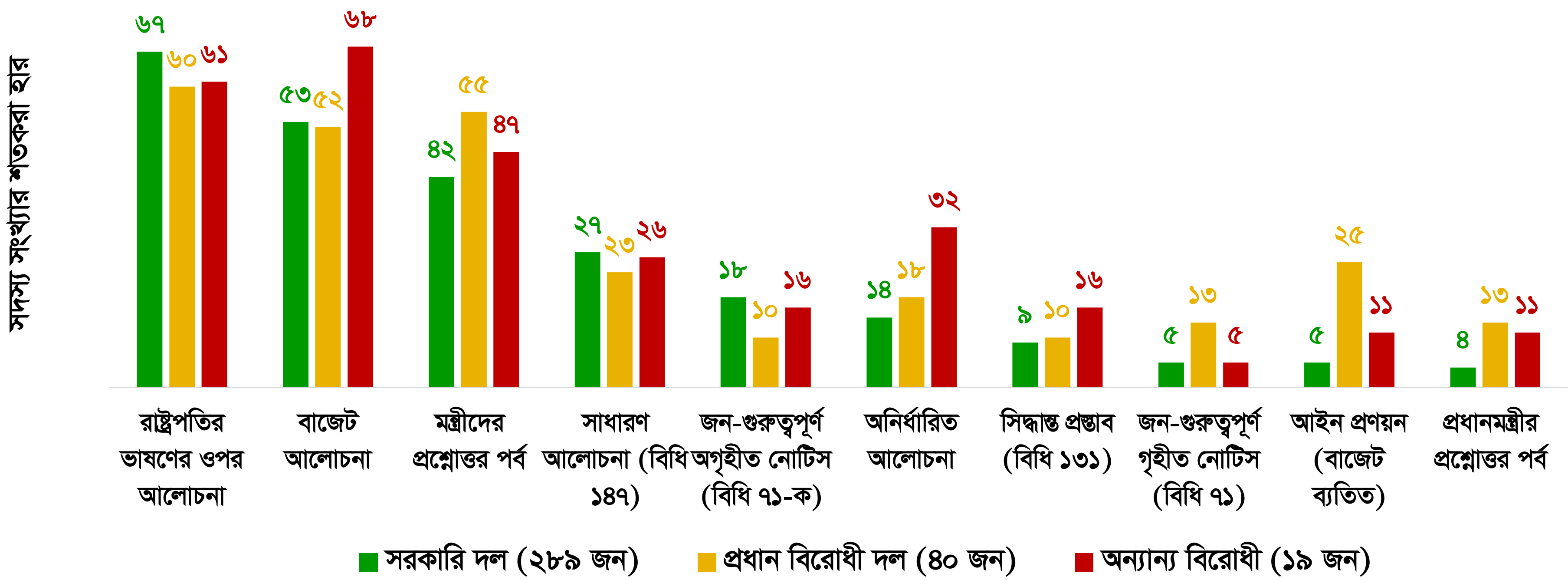

<u>সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণের হার পর্যবেক্ষণে লক্ষণীয়:</u> বাজেট আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা ইত্যাদি পর্বে অন্যান্য বিরোধী সদস্যগণের অংশগ্রহণের হার বেশি হলেও প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আইন প্রণয়নে প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্যের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলক বেশি

প্রতিনিধিত্ব

সংসদীয় আলোচনা পর্বে সদস্যদের দলভিত্তিক সময়বিন্যাস

সংসদীয় আলোচনা পর্বে সদস্যদের দলভিত্তিক ব্যয়িত সময়
(১৪ - ১৮ তম অধিবেশন)

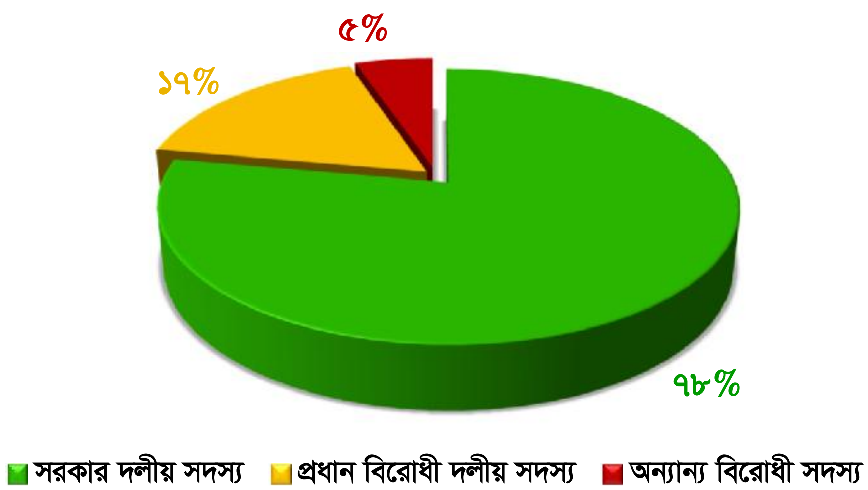

সংসদীয় আলোচনা পর্বে সদস্য প্রতি গড় ব্যয়িত সময় (দলভিত্তিক)
(১৪ - ১৮ তম অধিবেশন)

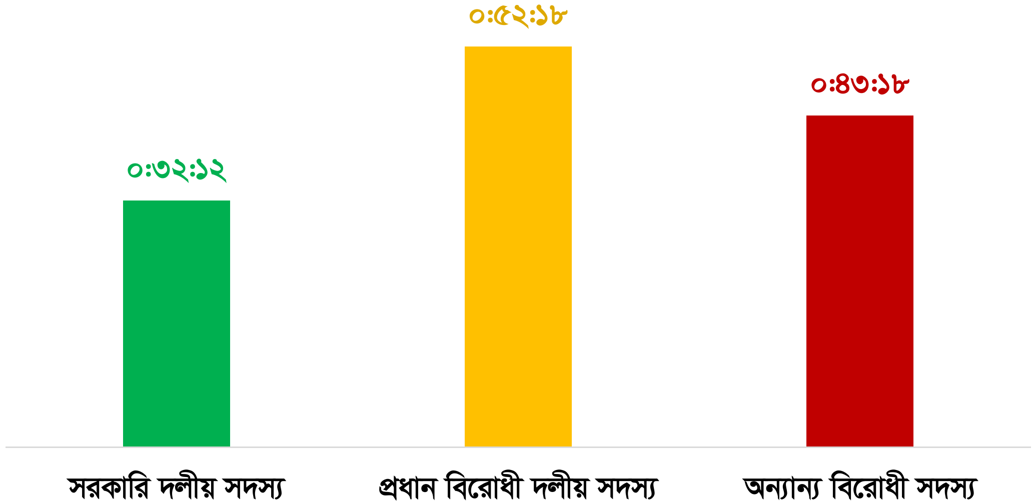

- সদস্যদের জন্য বরাদ্দ মোট সময়ের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যগণের সবচেয়ে বেশী সময় (৭৮%) আলোচনায় অংশগ্রহণ
- তবে সদস্য প্রতি সময়ের ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যের তুলনামূলক বেশী সময় অংশগ্রহণ

প্রতিনিধিত্ব

বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ (ব্যয়িত সময়ের হার)

(চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)

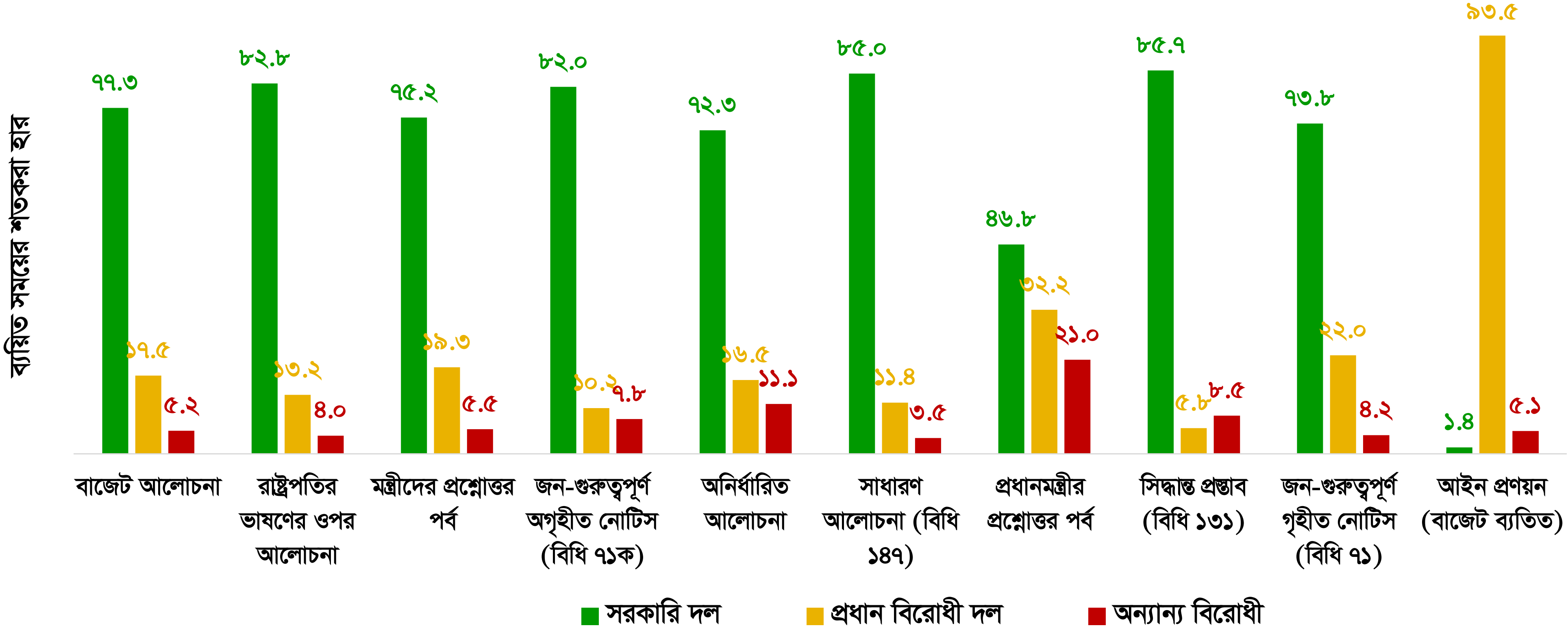

প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসসহ অন্যান্য আলোচনা পর্বে সরকারি দলের সদস্যদের বেশী সময়ব্যাপী অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে প্রধান বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য বেশী সময় অংশগ্রহণ এবং সরকারি দলের অনাগ্রহ উল্লেখযোগ্য

প্রতিনিধিত্ব
ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকট

ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন

- পাঁচটি অধিবেশনের (চতুর্দশ - অষ্টাদশ) কোনোটিতেই প্রধান বিরোধী দলীয় বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন করেন নি

কোরাম সংকট

- পাঁচটি অধিবেশনের প্রতিটি কার্যদিবসে কোরাম সংকট লক্ষণীয়, প্রকৃত মোট কার্যকালের ১৩% কোরাম সংকট
- প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট পূর্বের সংসদের মত প্রায় একই রকম রয়েছে (নবম সংসদে ৩২ মিনিট, দশম সংসদে ৩০ মিনিট)
- প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট ৩০ মিনিট যার প্রাক্কলিত অর্থমূল্য (সংযুক্তি - ১ দ্রষ্টব্য) ৪৯ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮০ টাকা (সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড় ব্যয় এক লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা)
- পাঁচটি অধিবেশনে মোট কোরাম সংকট ৩৮ ঘন্টা ০৩ মিনিট (অর্থমূল্য ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৮ টাকা)

প্রতিনিধিত্ব

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

- সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব লক্ষণীয়
- অসংসদীয় ভাষা (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার অব্যাহত
- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন

সংসদ নেতার বক্তব্যের বিষয়

বেসরকারি খাতে চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি, এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা ইত্যাদি

বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যের বিষয়

সরকারি চাকুরির বয়সসীমা বৃদ্ধি, হকার্সদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, সংসদ সদস্যদের জন্য আবাসিক প্লট বরাদ্দ ইত্যাদি

প্রতিনিধিত্ব

আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

- বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গে সদস্যগণের বক্তব্য প্রদান
- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার অব্যাহত
- সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের বক্তব্যে বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর সমালোচনা

'অর্থমন্ত্রী কী কারণে কার স্বার্থে ব্যাংক হিসাবে আবগারি শুল্ক করেছেন জানা নেই। এটি কখনো নির্বাচনী বাজেট হতে পারে না। এটা জনগণের ওপর চাপ বাড়াবে। জনগণ বর্তমান সরকারের ওপর নাখোশ হবে। এবারের প্রস্তাবিত বাজেট নির্বাচন বিরোধী বাজেট।' - *সরকার দলীয় সদস্য*

'আপনি অর্থমন্ত্রী, আপনার কাজ বাজেট পেশ করা। এই সংসদের ৩৫০ জন জনগণের প্রতিনিধি ঠিক করবেন জনগণের কল্যাণে কোনটা থাকবে, কোনটা থাকবে না। একগুয়েমি সিস্টেম বন্ধ করেন, কথা কম বলেন।' - *সরকার দলীয় সদস্য*

'দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে ভ্যাট বাড়িয়ে লাভ নেই। অর্থমন্ত্রী বাজেটের ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেননি।' - *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

'এটা তো সেনা শাসনের বাজেট নয়, এটা একটি রাজনৈতিক দলের বাজেট। অর্থমন্ত্রীর মধ্যে জনগণের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব কেন, আমার বোধগম্য নয়। এবারের বাজেটে মধ্যবিত্তদের ওপর একটু বেশি চাপ দেওয়া হয়েছে। যা ভোটের রাজনীতির জন্য সুখকর নয়' - *অন্যান্য বিরোধী সদস্য*

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট ব্যতিত)

- চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে মোট ২৪টি সরকারি বিল পাস
- বিল উত্থাপন, আলোচনা এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যসহ একটি বিল পাস করতে গড়ে প্রায় ৩৫ মিনিট সময় ব্যয় *(ভারতের লোকসভায় প্রতিটি বিল পাসে গড় সময় ২ ঘন্টা ২৩ মিনিট)*
- ২১টি বিলের (৩টি অর্থ বিল ব্যতিত) ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের সকল প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ, মন্ত্রী কর্তৃক কারণ উল্লেখ -
    - ➢ সংসদ সদস্যরা জনপ্রতিনিধি তাই কমিটিতে এবং মন্ত্রীসভায় তাদের মতামতের মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতিফলন আছে
    - ➢ সবগুলো বিল মন্ত্রীসভায় অনুমোদন ও স্থায়ী কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে
    - ➢ ১৪টি বিলের ক্ষেত্রে সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ/ মন্ত্রণালয়ে পরামর্শ সভা/ অংশীজন সভায় আলোচিত
- বিরোধী সদস্যদের বিল সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়ার চর্চার অপ্রতুলতা

প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বমূলক এবং সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ

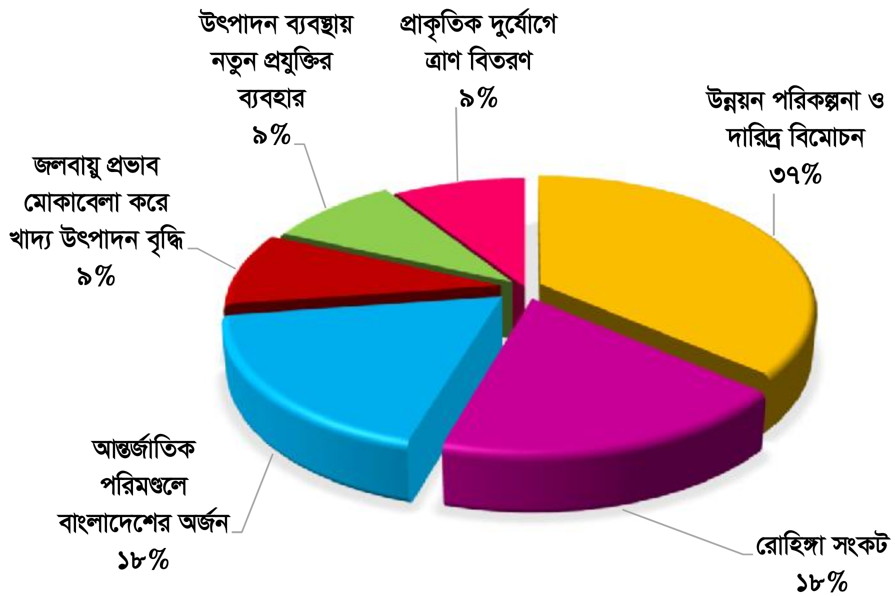

মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত প্রশ্নের বিষয়সমূহ

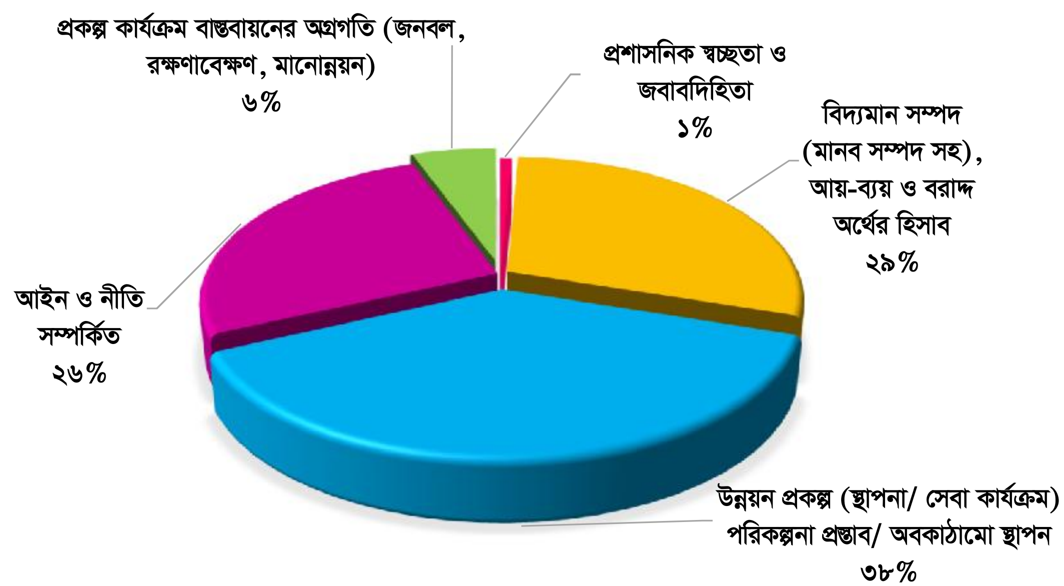

প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম (চলমান .. ..)

- **১৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিস উত্থাপিত, আলোচিত ১০টি, স্থগিত ৩টি**
- **আলোচিত ১০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৯টি প্রত্যাহৃত;** *(কারণ - পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান, বর্তমানে সরকারের উক্ত বিষয়ে কোন পরিকল্পনা না থাকা)*, **১টি গৃহীত** *(গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকারীদের শাস্তির জন্য আইন করা)*

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

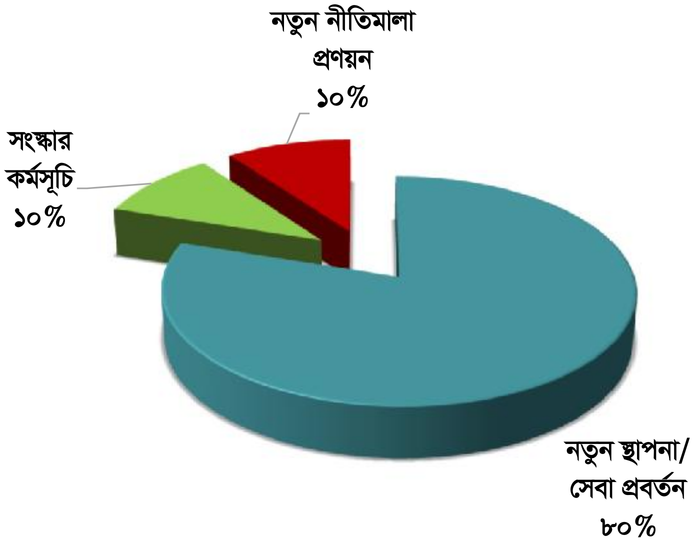

অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ভিত্তিক সময়বিন্যাস

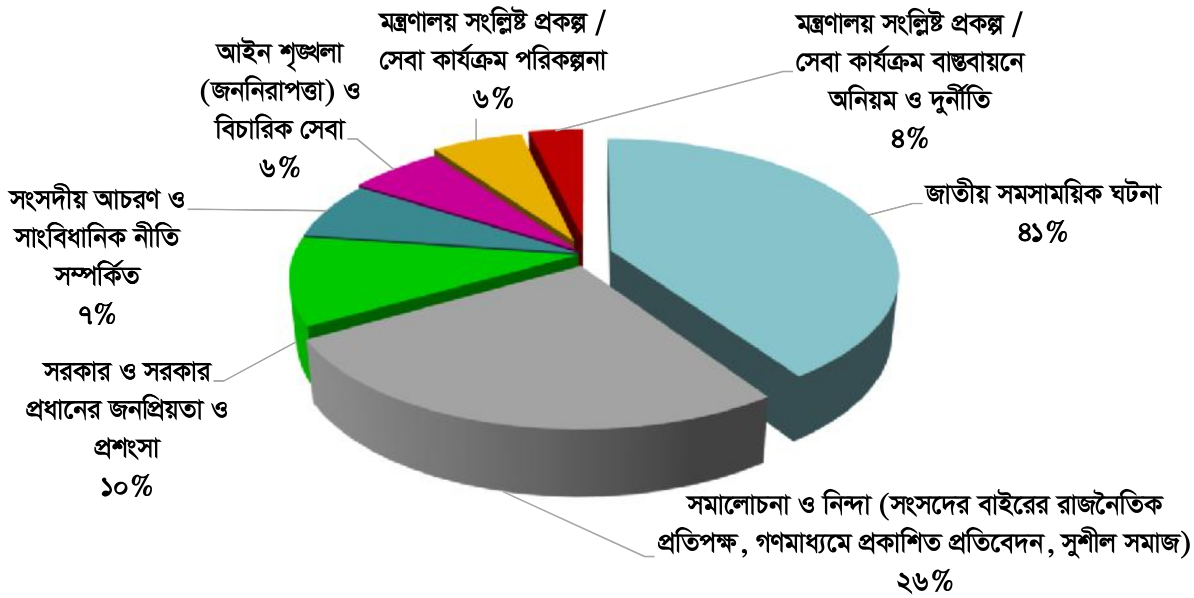

জবাবদিহিতা: সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

- ৪৬টি কমিটি সভা করেছে, ৪টি কমিটি *(কার্যপ্রণালী-বিধি, বিশেষ অধিকার, বেসরকারি সদস্যদের বিল ও লাইব্রেরি কমিটি)* কোনো সভা করেনি
- বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করেছে ৪২টি কমিটি;
- সর্বোচ্চ ৫২টি সভা করেছে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

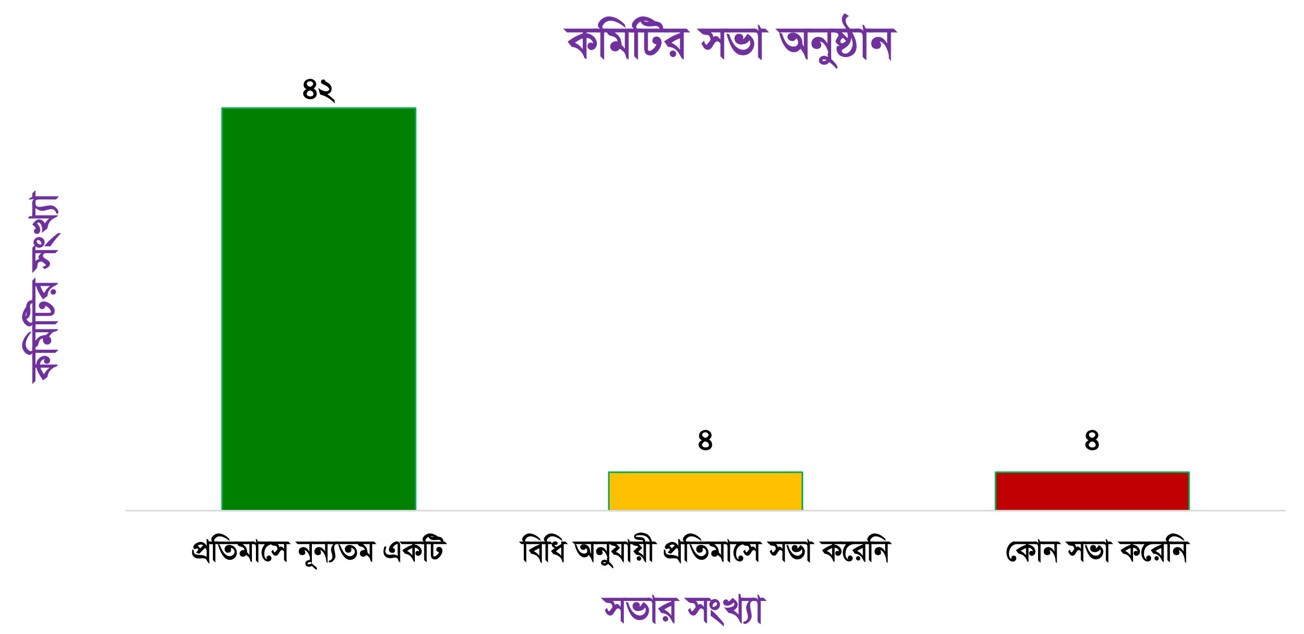

জবাবদিহিতা: সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (চলমান .. ..)

- মাত্র একটি কমিটির (বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত) সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
- *(হলফনামার তথ্য অনুযায়ী)* ৮টি কমিটিতে সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কিত সম্পৃক্ততা *(১৮৮ বিধির ২ উপবিধির ব্যত্যয়)*
- ৫০টি কমিটির মধ্যে ১৬টির প্রতিবেদন প্রকাশ
- প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ১১টি কমিটির সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি ৫৬%; ৫টি কমিটির প্রতিবেদনে উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় নি
- প্রকাশিত প্রতিবেদনের ৪১% সুপারিশ বাস্তবায়িত; অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ প্রদান (সংযুক্তি - ২ দ্রষ্টব্য)

সুপারিশ বাস্তবায়ন

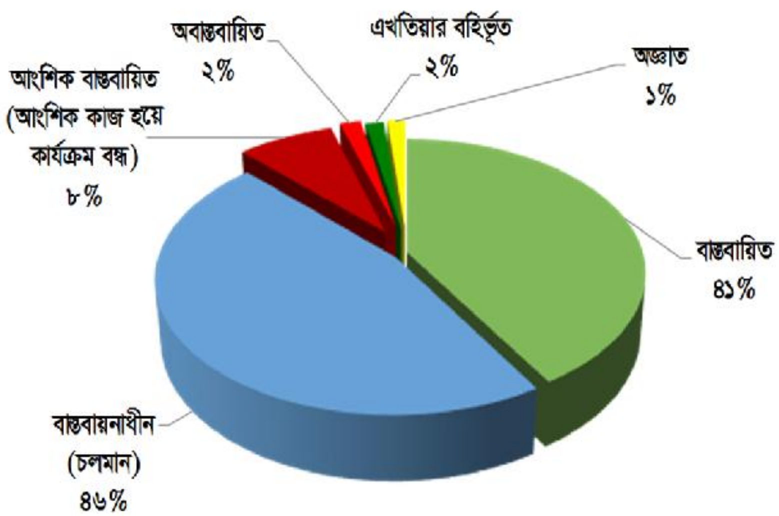

বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ

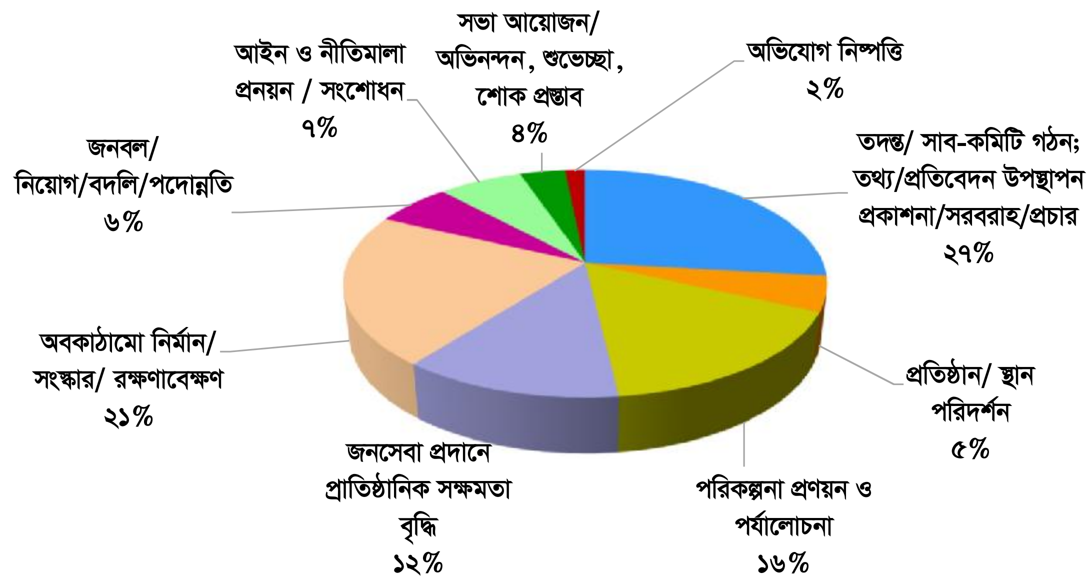

জবাবদিহিতা: বিরোধী দলের ভূমিকা

- আইন প্রণয়নে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাবের আলোচনায় তুলনামূলক বেশী অংশগ্রহণ; কিন্তু বিরোধী দলের মতামত ও প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়া

- প্রধান বিরোধীদের বক্তব্যে নিজেদের দলের আত্মপরিচয়/অবস্থান সংকট - এর প্রতিফলন:

"জনগণ আমাদের বিরোধী দল মনে করে না। মনে করবেই বা কী করে? আমরা কথা বলতে পারি না। " - *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

"আমরা সরকারি দলও না বিরোধী দলও না। এটা আপনিও জানেন, আমরাও জানি। এভাবে দেশ চলতে পারে না।" - *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

- বিরোধী দল কর্তৃক আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ, অর্থমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে সহমত পোষণ

'লুটপাট কারা করছে? এরা কি আপনাদের চেয়ে, সরকারের চেয়ে শক্তিশালী? কেন তাদের আইনের আওতায় আনবেন না? বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুদক (দুর্নীতি দমন কমিশন) নাকি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু পায়নি।' - *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

'বেসিক ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতিতে বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান -এর সংশ্লিষ্টতা ছিল।'
- *সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য*

জবাবদিহিতা: প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের সভাপতি

- প্রধান বিরোধী দলের সভাপতিকে ২০১৪ সালে ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ
- নিয়োগ সম্পর্কিত সরকারি গেজেট প্রকাশিত হলেও বিশেষ দূত হিসেবে অর্পিত দায়িত্বের বিবরণের (ToR) কোনো প্রজ্ঞাপন বা কোনো দাপ্তরিক নির্দেশনা পাওয়া যায় নি; গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব - আধুনিক মুসলিমপ্রধান গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়া; মধ্যপ্রাচ্যের জনশক্তি রপ্তানি বাজারের প্রসারে প্রভাবকের ভূমিকা পালন
- গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশেষ দূত হিসেবে সরকারি প্রটোকল (নিরাপত্তা, গাড়ি, সচিব ইত্যাদি) প্রাপ্তি; বিশেষ ভাতা (মন্ত্রী পদমর্যাদার সমতুল্য) ও অন্যান্য খাত বাবদ (স্বাস্থ্যসেবা, ইনস্যুরেন্স, বিদেশ ভ্রমণ, টেলিফোন বিল ইত্যাদি) মাসে গড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারি ব্যয়
- এই সময়ে বিভিন্ন দেশে (চীন, ভারত, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, ভুটান ইত্যাদি) ব্যক্তিগত সফর করলেও বিশেষ দূত হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি
- মোট ১৮টি অধিবেশনে (৩২৭ কার্যদিবস) উপস্থিতি ৭৯ কার্যদিবস (২৪%)
- সরকারের বিভিন্ন কাজের দৃশ্যত কঠোর সমালোচনা, দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে দলীয় ফোরামে এবং জনসভায় বক্তব্য দিতে দেখা গেলেও সংসদীয় কার্যক্রমে এ সকল ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকার ঘাটতি, বরং সংসদে দলের আত্মপরিচয় সংকট সম্পর্কিত বক্তব্য প্রদান

"জাপা নেতিবাচক রাজনীতি করে না। আমরা সরকারের ভুল ধরে দেয়ার চেষ্টা করছি। এরপরও আমাদের নিয়ে মন্ত্রিসভায়ও অনেক হাসাহাসি করে। আমাদের নিয়ে হাসবেন না। তাহলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ করা হবে।"

- সংসদ অধিবেশনে বক্তব্য

"নির্বাহী বিভাগ কারও কথা শোনে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা ছাড়া কেউ কাজ করে না, ফাইল নড়ে না। একদলীয় শাসন চাই না, জনগণের শাসন চাই। দুঃশাসনের বেড়াজাল ভেঙে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

- জেলা পর্যায়ে দলীয় সম্মেলনে

জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ

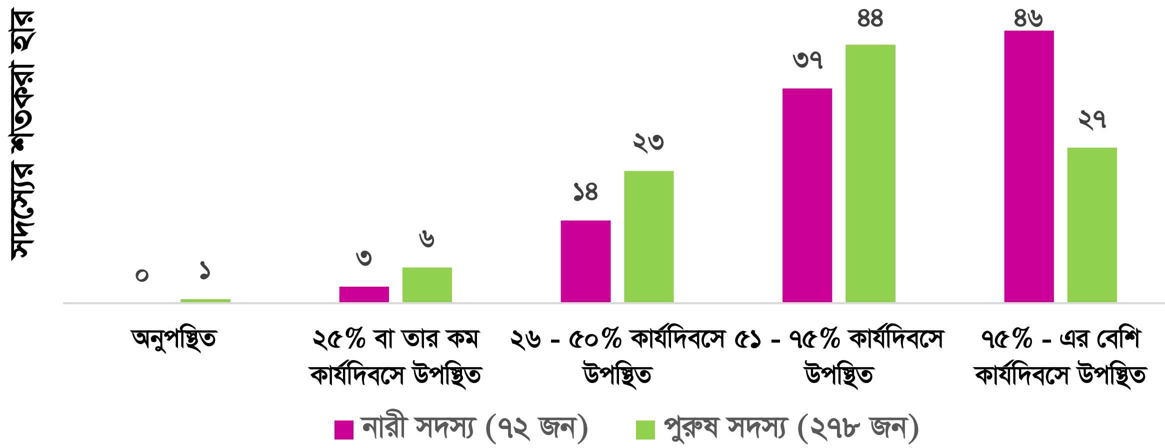

- নারী সদস্যগণ উপস্থিতির ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় এগিয়ে আছে
- আইন প্রণয়ন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কম
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহে ৬৯ জন (৯ জন প্রধান বিরোধী দলের) নারী সদস্য
- ৪টি কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন (স্পিকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলের নেতা ব্যতিত)

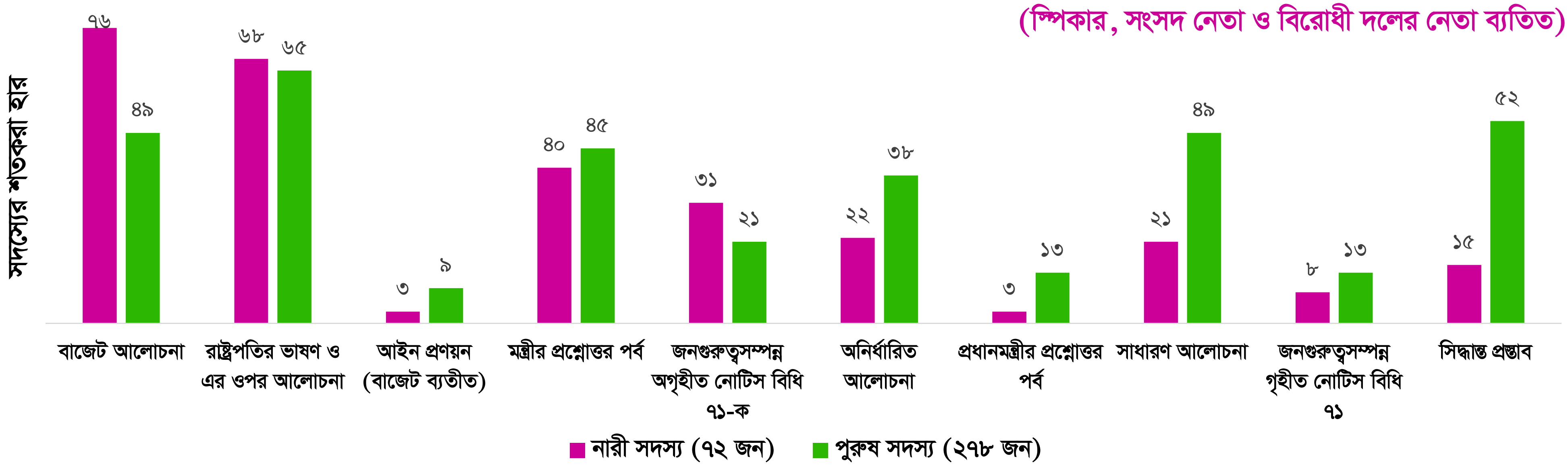

বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়সমূহ (দৃষ্টান্তঃ সপ্তদশ অধিবেশন)

- প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে, জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়নি
- জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে ৪টি নোটিস উত্থাপন (নারী স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন সম্পর্কিত); ১টি নোটিস গৃহীত
- মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন ২৬টি, মোট প্রশ্নের ১০%

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ (সংখ্যা)

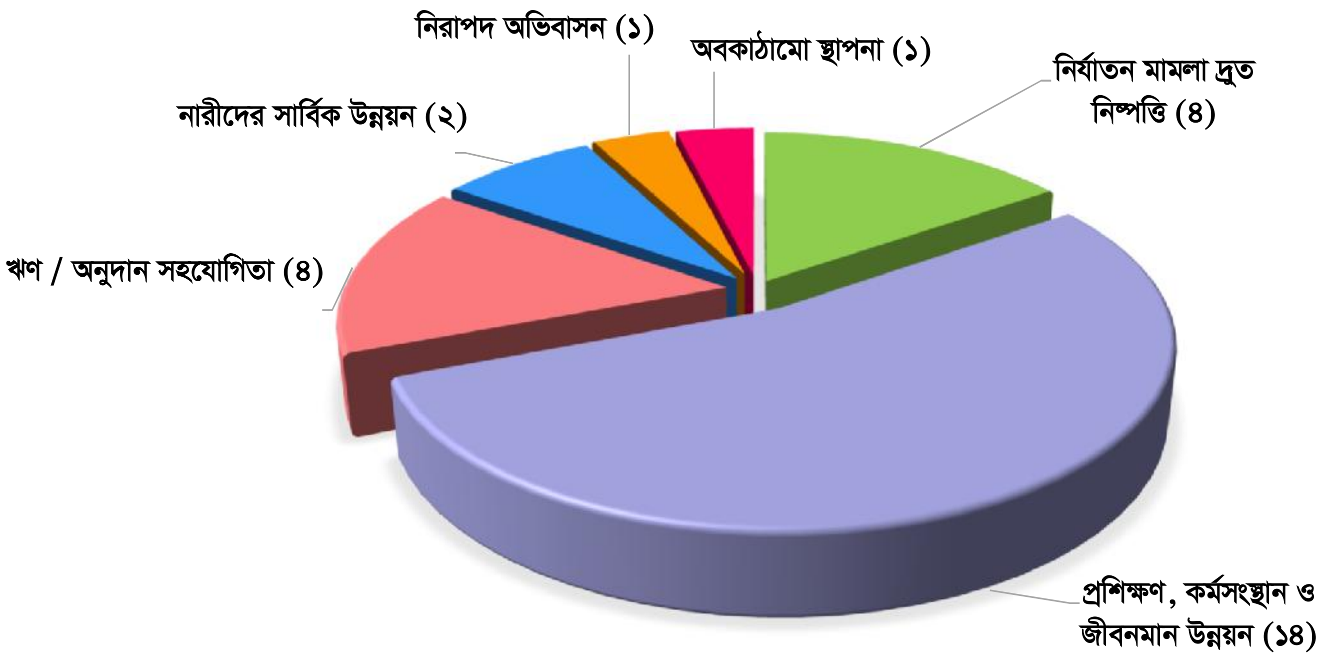

সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা: স্পিকারের ভূমিকা ও সদস্যদের আচরণ

- সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করলেও সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়
- বিধি অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়
- বিভিন্ন আলোচনা পর্বে অসংসদীয় ভাষার (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহারে মোট সময়ের ৫% ব্যয়
- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি, আক্রমণাত্মক শব্দ এবং অশ্লীল শব্দের ব্যবহার *(বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধির ব্যত্যয়)*
- অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে সদস্যদের সতর্ক না করা এবং সংশ্লিষ্ট বক্তব্য এক্সপাঞ্জ না করা *(বিধি ৩০৭-এর ব্যত্যয়)*
- অধিবেশন চলাকালীন সদস্য কর্তৃক গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে *(বিধি ২৬৭ এর ২, ৪, ৮ উপবিধি)* ব্যত্যয় -
  - অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের একাংশের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা
  - কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলা

সংসদীয় উন্মুক্ততা

সংসদীয় কার্যক্রম টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার একটি ইতিবাচক উদ্যোগ কিন্তু সংসদীয় উন্মুক্ততার চর্চাকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে (সংযুক্তি - ৩ দ্রষ্টব্য) বিবেচনা করলে -

- সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকরতার ঘাটতি এবং জন অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা সীমিত
- সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনসমূহ ওয়েবসাইটে অপ্রকাশিত বা জনগণের জন্য সহজলভ্য নয়
- ৫০টি কমিটির মধ্যে মাত্র ১৬টি কমিটির ১৭টি প্রতিবেদন পুস্তক আকারে প্রকাশিত, কমিটি কার্যক্রম উন্মুক্ত নয় ফলে তথ্যে অভিগম্যতা কম; এবং জনগণের সম্পৃক্ততার সুযোগের ঘাটতি
- সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও এ সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের চতুর্দশ-অষ্টাদশ অধিবেশনের তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১ - ২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪ - চলমান)
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট	৩ ঘন্টা ১৭ মিনিট	৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৫৫%	৭৭%	৮৮%
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়	১০%	৯.৫%	৯%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	৩৪ মিনিট	২৮মিনিট	৩৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	২৫ *মিনিট*	৩২ *মিনিট*	৩০ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য	একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
প্রধান বিরোধী দল/জোটের ওয়াকআউট	৭ বার	১৪ বার	ওয়াকআউট করেন নি
প্রধান বিরোধী দল/জোটের সংসদ বর্জন	৮৩% কার্যদিবস	৮৩% কার্যদিবস	বর্জন করেন নি

দশম সংসদের প্রথম - অষ্টাদশ অধিবেশনের সার্বিক চিত্র

নির্দেশক	দশম সংসদ (প্রথম - অষ্টাদশ অধিবেশন)
প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৭২%
সংসদ নেতার উপস্থিতি	৮৩%
বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি	৬১%
নারী সদস্যদের উপস্থিতি	৬৯%
আইন প্রণয়নে মোট ব্যয়িত সময়	৯%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	৩১ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	৩০ মিনিট
মোট কোরাম সংকট	১৫২ ঘন্টা ১৭ মিনিট (প্রকৃত সময়ের ১২%)
কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য	১২৫ কোটি ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪৫ টাকা
সংসদীয় কমিটি	মাত্র একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য

উল্লেখযোগ্য সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে একই *(মোট কার্যকালের ১৩% কোরাম সংকট, যার মোট অর্থমূল্য ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৮ টাকা)*
- প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার *(৮৮%)* তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি
- আইন প্রণয়নে মোট সময়ের হার পূর্বের তুলনায় অপরিবর্তিত থাকলেও প্রতিটি বিল পাসের গড় সময় কিছুটা বৃদ্ধি, জন অংশগ্রহণ এবং বিরোধী দলের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করার চর্চা বিদ্যমান
- আইন প্রণয়নে বিরোধী সদস্যগণের তুলনামূলক বেশী অংশগ্রহণ
- জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা বিষয়ক আলোচনা; বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক সমালোচনা; আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় উল্লেখ
- সদস্যগণের একাংশের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার *(আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ)* ও আচরণে বিধির ব্যত্যয় অব্যাহত
- নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশী হলেও আলোচনায় অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম
- সংসদীয় কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা *(৪২টি কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত)* তুলনামূলক বৃদ্ধি, বিধি অনুযায়ী সভা করার ক্ষেত্রে ঘাটতি অব্যাহত, কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত না হওয়া

চলমান চ্যালেঞ্জসমূহ

- সদস্যগণের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণে বিধির ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি
- আইন প্রণয়নে সদস্যদের বিশেষ করে সরকার দলীয় সদস্যদের কম অংশগ্রহণ, বিরোধী দলের মতামত ও প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়া; জনমত গ্রহণের চর্চা প্রায় অনুপস্থিত
- আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অধিবেশনে উপস্থাপিত না হওয়ার চর্চা অব্যাহত
- কমিটিগুলোর কার্যক্রমে বিধির *(কমিটি সদস্যদের একাংশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কমিটির একাংশের নিয়মিত সভা না হওয়া)* ব্যত্যয় ঘটায় এবং সুপারিশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে কমিটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়া
- সংসদীয় উন্মুক্ততার চর্চার ঘাটতি
- সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিরোধী দল ভূমিকা পালনে ব্যর্থ

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

সদস্যদের অংশগ্রহণ

১. নবম সংসদে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ‘সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল’ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে

৩. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের ভোট দেওয়ার বিধান থাকবে

৪. আইন প্রণয়নে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ সরকারি দলকে বিবেচনায় আনতে হবে

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান .. ..)

কমিটি কার্যকর করা

৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান করতে হবে

৮. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে

৯. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত *(প্রস্তাব - ছয়মাসে অন্তত ১টি)* প্রকাশ করতে হবে

১০. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্যকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে

১১. কমিটির সুপারিশসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে

তথ্য প্রকাশ

১২. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে

১৩. সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও এ সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

১৪. জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

১৫. সংরক্ষিত আসনসহ সকল নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

ধন্যবাদ

(সংযুক্তি - ১): কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ২৯৪.০০ কোটি টাকা
- বিদ্যুৎ বিল ৫.৩৫ কোটি টাকা (২০১৬–১৭)
- সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.৮২ কোটি টাকা
- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯০ লক্ষ টাকা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংসদ অধিবেশনের প্রকৃত সময় (কোরাম সংকটসহ অধিবেশনের মোট সময় ২৫৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট) ধরে এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে

(সংযুক্তি - ২): অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সংসদীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

- ১৫ লক্ষ শ্রমিক প্রেরণের ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যাতে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় না নিতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা
- বিআরটিসি এর দুর্নীতি দুরীকরণে ও প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করতে ৪ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন ও ২ মাসের মধ্যে রিপোর্ট উত্থাপন
- খুলনা ১৫০ মেগা পিকিং পাওয়ার প্লান্টে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়েছে কি না তা তদন্ত করতে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অবৈধ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ
- নাইকো দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া
- সোনালী ও অগ্রনী ব্যাংকের দুর্নীতি অনিয়ম চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ
- স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিয়ম দুর্নীতি রোধকল্পে একটি সিস্টেম ও নীতিমালা স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রণয়নের সুপারিশ
- খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুদামের খাদ্য কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ
- খাদ্য গুদামে চুরি, আত্মসাত ও দুর্নীতি রোধকল্পে জড়িত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুদন্ডের ব্যবস্থা
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বদলীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে অধিকতর তৎপর হতে হবে
- বই ছাপানো সংক্রান্ত অনিয়ম দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া
- বিটিএমসি'র অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতায় আর,কে মিশন রোডে অবৈধ ভবন নির্মাণ ও অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে অনুমিত হওয়ার বিষয়টি আন্ততদন্তের জন্য বিটিএমসির চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ
- তনিমা এন্টারপ্রাইজের মালিক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের আনীত অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

(সংযুক্তি - ৩): তথ্যের উন্মুক্ততা: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

▪"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা"-র লক্ষ্য ১৬: কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে

▪আইপিইউ-র লক্ষ্য: শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক সংসদ গঠনে বিভিন্ন দেশের সংসদ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচার, বিভিন্ন সংসদের ইতিবাচক চর্চার তথ্যভান্ডার তৈরী ও প্রকাশ

▪সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়ে ঘোষণাপত্র: ওয়াশিংটনে মে ২০১৫ সালে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মেলনে ঘোষণাপত্রের খসড়া গ্রহণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে বিশ্ব ই-পার্লামেন্ট সম্মেলনে প্রকাশ, সংসদীয় উন্মুক্ততার সংস্কৃতির প্রসারে -

- ✓ সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা
- ✓ আইনের খসড়া প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ
- ✓ কমিটির কার্যবিবরণীর রেকর্ডপত্র প্রকাশ করা
- ✓ প্লেনারির কার্যবিবরণী প্রকাশ করা
- ✓ সংসদ কর্তৃক প্রণীত বা সংসদে উত্থাপিত যে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করা